মর্ত্যলোকের গদ্য

'মডারেট মুসলিম', ইসলাম ও নারী !

নন্দিনী হোসেন

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/6379169.stm

সম্প্রতি একটি সংবাদ আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। আসলে প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে দেশে - বিদেশে এতসব অভাবনীয় খবরের জন্ম হচ্ছে যে, দু'চারদিন পর 'ভীষণ নাড়া' দেওয়া সংবাদটিও আর তেমন মনকে নাড়াতে সক্ষম হয় না। এখন মনে হয় পৃথিবীব্যাপীই মানুষের মনের সংবেদনশীলতার মাত্রা ভয়ানকভাবে কমে গেছে। আমরা এখন প্রায় প্রতিটি ঘটনাকেই শুধমাত্র একটি 'খবর' হিসেবে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। মানুষের জীবনের অস্বাভাবিক ব্যস্ততার কারণেও আজকাল আর রয়ে সয়ে কিছু ভাবার সময় যেন নেই কারো হাতেই।

তারপরও ঘটনা-দুর্ঘটনা পৃথিবীর যে প্রান্তেই ঘটুক না কেন, আমরা তার অভিঘাত থেকে এখন আর সহজে দূরে থাকতে পারিনা। আর তা যদি হয় ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত কিছু- তাহলেতো কথাই নেই । তখন যে কোন সচেতন, আলোকিত মানুষকে পীড়া দেয়, ভাবায়, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তুলে। তাই ধর্মের মতো 'তথাকথিত স্পর্শকাতর' বিষয় নিয়ে লিখতে না চাইলেও মানবতার খাতিরে কলম ধরতেই হয়। পানসে শুনালেও বার বার একই কথা বলতে হয়। তুলে ধরতে হয় তিক্ত সত্যিকিছু কথা। এখানে ধামাচাপা দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। মানুষের শিক্ষা সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বাভাবিক প্রবাহমানতাকে কেউ যদি মধ্যযূগীয় ধর্মের নামে থামিয়ে দিতে চায় গায়ের জোরে-তা কি করে মেনে নেওয়া সম্ভব ? কোন সুস্থ চিন্তার মানুষ কি তা মেনে নিতে পারে? উপরের যে ছবি এবং লিঙ্কটি দেওয়া হল দয়া করে পাঠকেরা এই সংবাদটি পড়ে একবার ঠান্ডা মাথায় গভীর ভাবে ভেবে দেখবেন বিষয়টা কতখানি ভয়াবহ ! পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্ত্রী মিজ হুমাকে এক লোক প্রকাশ্য জনসভায় গুলি করে হত্যা করেছে। তার 'অপরাধ' তিনি নারী হয়ে পুরূষের কাজ করছেন !

ধর্মের নামে প্রতিনিয়ত যা ঘটানো হচ্ছে তা কিছু সংখ্যক বিকৃতমনস্ক, ধর্মোন্মাদ মানুষের কাজ বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন সুযোগ আর নেই। যেমন পাঞ্জাবের আইন মন্ত্রী রয়টারের কাছে মনতব্য করেছেন

এই বলে যে, "He is basically a fanatic,'!!! শুধু এই টুকুই? এইই সব শেষ? একজন মানুষ আরেকজন মানুষের জীবন অবলীলায় কেড়ে নিচ্ছে, নির্দ্বিধায় বলছে 'আল্লার ইচ্ছা বিরুদ্ধ' কাজ বলে সে এমনটি করছে। কোন বিকার বা তাপ-উত্তাপ নেই এতটুকু ! বিবিসিতে উল্লেখ করা নীচের লাইগুলো পড়লে কিছু প্রশ্নের জন্ম নেবেই স্বাভাবিক সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মনে, তা তিনি নারী -পুরুষ যেই হন না কেন। "According to the police, he told them during questioning that women occupying senior positions was against the rule of God, and was an attempt to subjugate men."

এটিকে শুধু পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা হিসেবে দেখলে চলবে না। 'নারী' এখনও এদের কাছে মনুষ্য পদবাচ্য কিছু নয় ! সারা পৃথিবীজুড়েই এই পন্থিদের তান্ডব চলছে। যে কোন উছিলায় এরা ঝাঁপিয়ে পরছে নিরীহ মানুষের উপর। এর পেছনে শুধু সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দোষ খোঁজলেই চলবে না। দেখতে হবে আরও বহুকিছু। বিচার-বিশ্লেষণ চালাতে হবে এর উৎসমূল থেকে। এই মানসিকতার উৎস কোথায় তা খুঁজে বের করা আজ অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। যারা বলেন, ইসলাম মানেই হচ্ছে শান্তি, (আভিধানিক অর্থে যদিও সত্য) আর সেই শান্তির সু-বাতাস বইয়ে দেওয়ার কাজটিই ইসলাম করছে, তাহলে এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কি হতে পারে? এরা হয় ভন্ড, অথবা এতই বোকা যে এদের বোকামীর মাত্রা সত্যিই অসহনীয় ! কিন্তু যে পথের পথিকই তারা হোন না কেন - বলতেই হবে, এই দুই দলের মানুষেরাই প্রগতির পথে, বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গঠনের স্বাভাবিক বিকাশের যে পক্রিয়া, সেই চলমান প্রক্রিয়ার পথে প্রাচীরসম অন্তরায় । তাদের বূঝা উচিত ধর্মের নামে মধ্যযুগীয় এসব ধ্যান ধ্যারণা দিয়ে আজকের পৃথিবীকে চালানোর চেষ্টা করা মানে মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলা দেওয়া। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে চিরতরে বঞ্চিত রাখা। এত আত্মপ্রবঞ্চনা কেন? তাতে করে কে ঠকে গেলো, লাভ হল কার, এসব কি ভাবার সময় 'মুসলিম জাহানের' এখন ও আসেনি? উলটো দিকে মুখ করে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়? এখন সময় এসেছে মর্তের আর দশজন সুস্থ্য স্বাভাবিক মানুষের মত চিন্তা-ভাবনা করার। অতিমাত্রায় পরকালের সুখের কথা ভাবা এই ধর্মের মানুষেরা যত কম করবেন,ততই তাদের নিজেদের জন্যও যেমন তেমনি তাদের আশপাশের মানুষের জীবনও সুস্থ্য স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হতে পারবে। এসব ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারবেন একমাত্র 'মডারেট মুসলিম' রাই ! যদি তারা আন্তরিকভাবে সেটা চান। যদি তারা সত্যিই মানবতার কল্যানকামী হয়ে থাকেন - মনে করে থাকেন জঙ্গীবাদী এবং এই সব ফ্যানাটিক মোল্লাদের কঠোরভাবে দমন করা দরকার, তাহলে তাদেরই প্রচারে নামতে হবে ! মাদ্রাসা নামক ঘোর অন্ধকার, সভ্যতা, ও প্রগতির পরিপন্থি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা গরীব গুর্বো মানুষের সন্তানদের জন্য চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। এদের জীবন নিয়ে কারা, কি স্বার্থে ছিনিমিনি খেলে তা ভেবে দেখা অবশ্যই জরুরী। এই শিক্ষা কোন কাজে লাগছে মানুষের? নিজেদের ভিতর ভ্রান্ত এবং চির অন্ধকার এই সব নানাবিধ গহবর বন্ধ করার কাজে তাদেরই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে - যারা মনে করেন এই ধর্মটিকে টিকিয়ে রাখা তাদের জন্য খুবই জরুরী ! ধর্ম করুন যার যার ঘরের ভিতর, সেখানে কারোর আপত্তি থাকার কথা নয়, কিন্তু সেই সাথে এটাও খুঁজে দেখুন ধর্মের 'ভালোটুকু' গ্রহন করে, কি করে মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ বিষয়গুলোকে ছেঁটে ফেলে দেওয়া যায় ।

মানবসভ্যতা ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক আলোকে ধর্ম অথবা ধর্মগুরুদের ভূমিকা তখনকার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় যদিওবা কিছু প্রয়োজন থেকে থাকে, আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে তার মুল্য কতটুকু ? মানুষের 'ধর্মীয় সংস্কৃতিকে' লালন করার প্রয়োজন তখন হয়ত ছিল। কিন্তু এখন? এখন এসব লালন করা এবং সেই সাথে পৃষ্টপোষকতা দান মানেই হচ্ছে, 'ফ্যানাটিক'দের বাড়তে উৎসাহ যোগানো ! আজকের প্রেক্ষাপটে মানতেই হবে - এই ধরণের কর্মকান্ডকে 'তথাকথিত' জঙ্গীবাদ, বা মৌলবাদ বলে পাশ কাটিয়ে

যাওয়ার চেষ্টা করা মানে সমস্যাকে পুষে রাখা। তাতে করে পাহাড়সম এসব সমস্যার সমাধানতো দূরঅস্ত , মহাপরাক্রমে এই ধরনের বিকৃত কর্মকান্ড পৃথিবীজুড়ে ধর্মের নামে চলতেই থাকবে। তাই ধর্ম হিসেবে 'ইসলাম'কে আমুল সংস্কারের কাজে তাদেরই এগিয়ে আসা উচিত - যারা মনে করেন ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম ! ইসলাম কারো উপর জোর জবরদস্তীতে বিশ্বাসী নয় ! ইসলাম নারীর সমান অধিকার অথবা মর্যাদা দেয় ! কারণ মুখের কথাইতো যথেষ্ট নয়, 'কর্মই হচ্ছে পরিচয়ের' আসল মাপকাঠি। জোর গলায় তখন বলার প্রয়োজন পরে না- কর্মের জোরেই মানুষ জেনে যায় কার 'ভাব' আসলে কি !